SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Special Issue, (December) 2025

ভারত-মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র এবং ভূরাজনৈতিক কৌশলের গুরুত্ব: শ্রীলঙ্কা, সেশেলস ও মালদ্বীপ

Gokul Sarkar
Assistant Professor, Dept. of Political Science
Berhampore Girl's College, Berhampore, West Bengal, India
Email: gokul.politicalscience@berhamporegirlscollege.ac.in

Abstract: একবিংশ শতাব্দীতে বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের (IOR) কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। এই নিবন্ধে শ্রীলঙ্কা, সেশেলস এবং মালদ্বীপ—এই তিনটি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এই রাষ্ট্রসমূহ বিশ্বের প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ (SLOCs) এবং জ্বালানি পরিবহন রুট নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আলফ্রেড মহান ও হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডারের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে কীভাবে ক্ষুদ্র আয়তন সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রগুলো চীন ও ভারতের মতো বৃহৎ শক্তির প্রতিযোগিতামূলক কৌশলে (যেমন: 'স্ট্রিং অব পার্লস' বনাম 'SAGAR') অপরিহার্য অংশীদার হয়ে উঠেছে। এছাড়া, বন্দর উন্নয়ন, সামরিক নজরদারি এবং 'কৌশলগত দর কষাকষি'র (Strategic Hedging) মাধ্যমে এই দেশগুলো কীভাবে নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করছে, তাও এই প্রবন্ধে আলোচিত। পরিশেষে, এই দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা যে অদূর ভবিষ্যতে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ভূ-রাজনীতি নির্ধারণ করবে, সেই বিষয়টিই এখানে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

Keywords: ভূ-রাজনীতি, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল (IOR), সামুদ্রিক যোগাযোগপথ (SLOCs), কৌশলগত দর কষাকষি, সাগর নীতি (SAGAR Policy)।

ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীতে বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে নতুন বিন্যাস দেখা দিয়েছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সমুদ্রভিত্তিক কৌশলগত অগ্রাধিকার ও প্রতিযোগিতা। সামুদ্রিক ভূরাজনীতি ক্রমেই শক্তি-প্রদর্শন, অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং নিরাপত্তা নীতির অন্যতম প্রধান অক্ষ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ—বিশেষত শ্রীলংকা, সেশেলস ও মালদ্বীপ—তাদের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা, সীমিত জনসংখ্যা ও সামরিক সক্ষমতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক কৌশলগত চর্চায় একটি বিশিষ্ট অবস্থান অর্জন করেছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের (IOR) কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের সন্নিকটে অবস্থানের কারণে এই রাষ্ট্রগুলো এখন আর কেবলমাত্র পার্শ্বচরিত্র নয়, বরং তারা বৈশ্বিক শক্তির প্রতিযোগিতামূলক কাঠামোর একটি অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে।

যদিও আধুনিক বিশ্বরাজনীতিতে ভূগোল পূর্বের মতো ভাগ্যনির্ধারক নয়, তথাপি ভূগোলের কৌশলগত গুরুত্ব আজও অটুট। হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডার, আলফ্রেড থেয়ার মহান ও নিকোলাস স্পাইকম্যান প্রমুখ ভূরাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ ভূগোলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারক ও বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশেষত, মহান-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, "যে জাতি সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করে, সেই জাতি বাণিজ্য ও বিশ্বশক্তির নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে" (Mahan, 1890)। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের ভারত মহাসাগরীয় কৌশলগত পরিসরে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—বিশেষ করে বিশ্ব বাণিজ্য, জ্বালানি পরিবহন ও সামুদ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে।

ভারত মহাসাগর, যা পৃথিবীর জলভাগের প্রায় ২০ শতাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, বর্তমানে বিশ্বের ব্যস্ততম ও গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথগুলোর একটি। এর মাধ্যমে বৈশ্বিক সামুদ্রিক জ্বালানি বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ পরিবাহিত হয় । এই সমুদ্রপথের সন্নিকটে অবস্থিত শ্রীলংকা, সেশেলস ও মালদ্বীপ—তিনটি দ্বীপরাষ্ট্র—আজ চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ শক্তির কৌশলগত

প্রতিযোগিতার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে। ফলত, এই রাষ্ট্রগুলোকে কৌশলগত সম্পর্কের জটিল বাস্তবতা মোকাবিলা করে নিজেদের সার্বভৌমত্ব, উন্নয়ন কৌশল এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে হচ্ছে। (khan et al., 2023)

এই দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব প্রধানত তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়ে নিহিত। প্রথমত, এদের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক যোগাযোগপথ (Sea Lines of Communication – SLOCs)-এর নিকটবর্তী হওয়ায় এরা আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ ও সামুদ্রিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে এক প্রকার প্রাকৃতিক সুবিধাভোগী। শ্রীলংকার কলম্বো ও হাম্বানটোটার বন্দর, মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় অবস্থান এবং সেশেলসের মোজাম্বিক চ্যানেলের নিকটবর্তীতা এই রাষ্ট্রসমূহকে বাণিজ্যিক ও সামরিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে (Brewster, 2015) ।

দ্বিতীয়ত, ভারত ও চীনের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর কৌশলগত মূল্য বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। চীনের "বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ" (BRI) এবং ভারতের "SAGAR" (Security and Growth for All in the Region) উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দুই শক্তির ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগুলো একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। বিশেষত, চীনের "স্ট্রিং অব পার্লস" কৌশল, যার লক্ষ্য ভারত মহাসাগরজুড়ে বন্দর ও সামরিক সুবিধা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাণিজ্য ও জ্বালানি স্বার্থ রক্ষা, শ্রীলংকার হাম্বানটোটায় চীনা বিনিয়োগের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায়—যা শেষ পর্যন্ত ৯৯ বছরের জন্য একটি চীনা কোম্পানির হাতে ইজারা দেওয়া হয় । অপরদিকে, ভারত এই অঞ্চলকে তার স্বাভাবিক কৌশলগত বলয় হিসেবে বিবেচনা করে এবং এই দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি ও উন্নয়ন খাতে সহযোগিতা বাড়িয়েছে। মালদ্বীপ ও সেশেলসের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নৌ প্রশিক্ষণ, উপকূলীয় নজরদারি ব্যবস্থাপনা এবং স্যাটেলাইটভিত্তিক তথ্য বিনিময়। বিশেষত, ১৯৮৮ সালের 'অপারেশন ক্যাকটাস' এবং ২০০৪ সালের সুনামির পর ভারতের দুর্যোগ-প্রতিক্রিয়া কার্যক্রম ভারতকে আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রদানকারীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে ।

তৃতীয়ত, এই রাষ্ট্রগুলো তাদের ভূরাজনৈতিক অবস্থানকে ব্যবহার করে একটি সক্রিয় "কৌশলগত দর কষাকষি"র কৌশল গ্রহণ করেছে। সীমিত সম্পদ ও নিরাপত্তাগত দুর্বলতা সত্ত্বেও, এরা কেবলমাত্র বৃহৎ শক্তির প্রভাবাধীন নয়; বরং, তারা ভারত, চীন এবং অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষা করে নিজস্ব উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার লক্ষ্যে সহায়তা ও বিনিয়োগ আহরণের চেষ্টায় রত। সেশেলসের আসাম্পশন দ্বীপে ভারতের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি, যা দেশীয় বিরোধিতার মুখে স্থগিত হয়, এর একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ।

এছাড়াও, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা এই রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রনীতিতে অসঙ্গতি তৈরি করছে। শ্রীলংকার গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক রূপান্তর বা মালদ্বীপে পালাক্রমে ভারতপন্থী ও চীনপন্থী সরকারের উত্থান এই ধরণের নীতিগত অস্থিরতার দৃষ্টান্ত। এই রকম পরিস্থিতি কেবল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেই নয়, বরং বৃহৎ শক্তিগুলোর কৌশলগত অংশীদারত্বেও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে, শ্রীলংকা, সেশেলস ও মালদ্বীপ—তিনটি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র—প্রমাণ করেছে যে সীমিত আয়তন ও সামরিক শক্তি সত্ত্বেও তারা বৈশ্বিক ভূরাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদে পরিণত হতে পারে। এই গুরুত্ব এসেছে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্র-অভিগম্যতা এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের দৃষ্টিতে তাদের ভূ-রাজনৈতিক মূল্য থেকে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল যখন একবিংশ শতাব্দীতে ভূরাজনীতির কেন্দ্রে স্থান করে নিচ্ছে, তখন এই দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ ক্রমেই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। তাদের ভূমিকাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হলে ভূগোল, সামুদ্রিক কৌশল, পরিবেশগত ঝুঁকি, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং বৈশ্বিক ভূরাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে

এই বহুমাত্রিক বাস্তবতাগুলোর আলোকে শ্রীলংকা, সেশেলস ও মালদ্বীপের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে, এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিভাবে তারা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও কৌশলগত প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

ভূরাজনীতির উৎপত্তি, বিকাশ ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট:

ভূরাজনীতি (Geopolitics) হলো এমন একটি শাস্ত্র যা রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক, কৌশলগত ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে ভূগোল—অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমি, সমুদ্র, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাণিজ্যপথ—কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তা বিশ্লেষণ করে। এটি বোঝার একটি কাঠামো, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা-প্রাপ্তি, সংঘাত, মিত্রতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যাখ্যা করা যায়।

ভূরাজনীতির (Geopolitics) ধারণার উৎপত্তি মূলত ১৯শ শতকের শেষভাগে এবং ২০শ শতকের সূচনায় হয়। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন সুইডিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রুডলফ ক্যালেন (Rudolf Kjellén), যিনি ১৮৯৯ সালে "Geopolitik" শব্দটি প্রবর্তন করেন। ক্যালেন রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত জৈবিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করেন, যার টিকে থাকার জন্য ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি রাষ্ট্রের ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিকে একত্রে বিশ্লেষণ করার প্রস্তাব দেন।

আধুনিক ভূরাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশে Alfred Thayer Mahan এবং Halford Mackinder-এর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Mahan তাঁর গ্রন্থ *The Influence of Sea Power upon History (1890)*-এ সমুদ্রশক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, "যে জাতি সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করে, সেই জাতি বাণিজ্য ও রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে।" এই ধারণা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বর্তমান কৌশলগত প্রতিযোগিতা বুঝতে সহায়ক, যেখানে সামুদ্রিক চোকপয়েন্ট ও বন্দরসমূহ ভূ-অর্থনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, Halford Mackinder তাঁর *Heartland Theory* (1904)-এ স্থলভাগকেন্দ্রিক কৌশলগত নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি যুক্তি দেন, "যে কেউ পূর্ব ইউরোপ নিয়ন্ত্রণ করে, সে হৃদভূমি (Heartland) নিয়ন্ত্রণ করে; যে কেউ হৃদভূমি নিয়ন্ত্রণ করে, সে বিশ্ব দ্বীপ (World Island) নিয়ন্ত্রণ করে; এবং যে কেউ বিশ্ব দ্বীপ নিয়ন্ত্রণ করে, সে পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।" যদিও এই তত্ত্ব প্রধানত ইউরেশিয়াকে কেন্দ্র করে, তথাপি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও ইন্দো-প্যাসিফিকে স্থল ও সমুদ্রভিত্তিক কৌশলের সংমিশ্রণ এটিকে আজও প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

Mahan-এর সামুদ্রিক কৌশল ও Mackinder-এর ভূভাগভিত্তিক কৌশলের মধ্যকার উত্তেজনাপূর্ণ সমন্বয় আজকের ইন্দো-প্যাসিফিক প্রেক্ষাপটে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। চীনের "স্ট্রিং অব পার্লস" এবং ভারতের SAGAR নীতির মতো কৌশলগত উদ্যোগসমূহ Mahan-এর ধারণার বাস্তবায়ন মনে করিয়ে দেয়, যখন স্থলভাগ নিয়ন্ত্রণ ও বাণিজ্যপথের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে Mackinder-এর দৃষ্টিভঙ্গিও প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে (Sloan, 1999)। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব

সমুদ্রের ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য

বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ অঞ্চল সমুদ্র দ্বারা আবৃত এবং জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৫০টি উপকূলবর্তী রাষ্ট্র, যা সমুদ্রের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব স্পষ্ট করে (United Nations, 2021)। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ উপকূলবর্তী ১০০ মাইলের মধ্যে বসবাস করে এবং বিশ্বের ৮০ শতাংশ প্রধান শহর উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত (World Bank, 2020)। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে জাতিগুলোর মধ্যে বাণিজ্য, উৎপাদন ও মূলধন প্রবাহে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে (Stiglitz, 2002)। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে সমুদ্রপথে যোগাযোগ আরও সহজ হয়েছে এবং এই প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। বিশ্ববাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ ভলিউম এবং ৭০ শতাংশ মূল্যমানের পণ্য এখনো সমুদ্রপথে পরিবাহিত হয় (UNCTAD, 2023)। প্রতি বছর আনুমানিক ৫৪,০০০ জাহাজ সমুদ্রপথে

চলাচল করে, যার সম্মিলিত বাজারমূল্য প্রায় ৪৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রায় ১৪ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান এই খাত থেকে হয় । এছাড়া, সমুদ্র খাদ্য, খনিজ ও জ্বালানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা ভবিষ্যতে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে ।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব:

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর হিসেবে ভারত মহাসাগর (Indian Ocean) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অঞ্চল, যার উপর আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতি ও ভূ-রাজনৈতিক গতিবিদ্যা গভীরভাবে নির্ভরশীল। সিআইএ ফ্যাক্ট বুক অনুযায়ী, ভারত মহাসাগরের মোট আয়তন প্রায় ৬৮.৫৫৬ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যা সমগ্র আন্তর্জাতিক জলের প্রায় ২০ শতাংশ (CIA World Factbook, 2023)। এটির ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ মহাসাগরের মধ্যে একটি সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করে, যা অঞ্চলটির ভূ-কৌশলগত গুরুত্বকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।

ভারত মহাসাগর বিশ্ব বাণিজ্যের একটি মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের সমুদ্রপথে চলাচলকারী পণ্যের প্রায় ৫০ শতাংশ, এবং কনটেইনার পরিবহনের প্রায় সমপরিমাণ অংশ এই মহাসাগরের উপর নির্ভর করে (IORA, 2020)। তদুপরি, তেল ও গ্যাস পরিবহনের ক্ষেত্রে এটির গুরুত্ব আরও বেশি—বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ সামুদ্রিক তেল পরিবহন এই অঞ্চল দিয়ে সম্পন্ন হয় (EIA, 2021)। এই অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর চোক পয়েন্টসমূহ—যেমন হরমুজ প্রণালী, মালাক্কা প্রণালী এবং বাব-এল-মানদেব—যেগুলো বৈশ্বিক জ্বালানি ও বাণিজ্য প্রবাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচিত। ভারত মহাসাগরের আর্থ-রাজনৈতিক গুরুত্ব তার প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি মজুদ (বিশ্ব তেল মজুদের ১৬.৮% এবং গ্যাসের ২৭.৯%), মূল্যবান খনিজ পদার্থ এবং একটি সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র (UNCTAD, 2020)। উপরন্তু, এই অঞ্চল বিশ্বের বৃহত্তম সামুদ্রিক মাছ ধরার ক্ষেত্রগুলোর একটি, যা উপকূলবর্তী দেশগুলোর অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত মহাসাগর একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা পরবর্তীতে ঠান্ডা যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে যায় (David, 2009)। ৯/১১ ঘটনার পর আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কাঠামোর রূপান্তরের প্রেক্ষিতে ভারত মহাসাগরের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এই অঞ্চল আঞ্চলিক এবং বহিরাগত শক্তিগুলোর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার মঞ্চ।

এই প্রেক্ষাপটে ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো শক্তিগুলো এই অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট। বিশেষত চীন 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI) এর আওতায় সমুদ্র পথের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত উপস্থিতি শক্তিশালী করতে চাচ্ছে, যার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল 'String of Pearls' কৌশল। অপরদিকে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের স্বার্থ রক্ষার অন্যতম দিক হলো সমুদ্রপথে নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ চোক পয়েন্টগুলোতে নজরদারি নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যে ভারত 'ইনফরমেশন ফিউশন সেন্টার – ইন্ডিয়ান ওশান রিজিয়ন' (IFC–IOR) প্রতিষ্ঠা করেছে, যা সমন্বিতভাবে জাহাজ চলাচলের উপর নজরদারি এবং তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে (MEA, 2021)। একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভারত মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহ—যেমন শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, সেশেলস—যারা তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দ্বীপগুলো নৌবাহিনীর জন্য প্রাকৃতিক ঘাঁটি হিসেবে কাজ করে এবং সামুদ্রিক নজরদারি ও সামরিক অবস্থান জোরদারে সহায়ক হয়। ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র এসব

দ্বীপে নৌসেনা ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সচেষ্ট।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা গতিবিদ্যা (Security Dynamics)। বিশেষত পারস্য উপসাগর ও আফ্রিকার হর্ন অবস্থিত জলদস্যুতা, অস্ত্রপাচার, মানবপাচার ও অবৈধ মৎস্য আহরণ এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ভারতের জন্য পারস্য উপসাগর কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানকার তেল আমদানির উপর দেশের শক্তি নিরাপত্তা নির্ভরশীল। তাই ভারত গালফ অব ওমান এবং আরব সাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েনের মাধ্যমে SLOC-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

বর্তমানে ভারত মহাসাগর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যেখানে প্রায় ৬০ শতাংশ বৈশ্বিক GDP এবং ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যা অবস্থান করছে (Baruah, 2022)। এই নতুন কৌশলগত ধারণা ভারত মহাসাগরের গুরুত্বকে আরও জোরদার করেছে, কারণ এটি এখন শুধু পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়া নয়, বরং পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে একটি কৌশলগত সেতুবন্ধন তৈরি করছে।

সবশেষে বলা যায়, ভারত মহাসাগর শুধুমাত্র একটি ভূ-অবস্থানগত অঞ্চল নয়, বরং এটি আজকের বৈশ্বিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও নিরাপত্তা নীতিমালার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এর ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব শুধুমাত্র আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের জন্য নয়, বরং সমগ্র বৈশ্বিক ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য।

ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহের ভূরাজনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থান

ভারত মহাসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ—যেমন মাদাগাস্কার, সিশেলস, কোমোরোস, মালদ্বীপ, মরিশাস ও শ্রীলঙ্কা—আজ বৈশ্বিক দক্ষিণ ও বৃহৎ শক্তিগুলোর সমান আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে (Sooklal, 2023)। এই রাষ্ট্রগুলো তাদের ভূ-অবস্থানকে কৌশলগত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করছে এবং তাদের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক ভূমিকাকে দ্বীপ পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করছে (Baruah, 2019)। হরমুজ, মালাক্কা, বাব আল মান্দেব ও মোজাম্বিক চ্যানেলসহ গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক রুটের নিকটে অবস্থানের কারণে তারা একটি শক্তিশালী ভূরাজনৈতিক প্রভাব রাখে। তবে এসব রাষ্ট্রের কিছু সাধারণ দুর্বলতা রয়েছে, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যের অভাব ও ঋণনির্ভরতা । এদের অনেকেই জলবায়ু ঝুঁকি ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়ছে, যা তাদের সার্বভৌমত্ব ও উন্নয়নের জন্য হুমকি তৈরি করছে। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি নিরাপত্তার বলয় হিসেবে কাজ করছে।

India Ocean Rim Association (IORA) এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহকে একটি বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংযুক্ত করেছে, যেখানে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় (IORA, 2023)। IORA-এর মাধ্যমে দ্বীপরাষ্ট্রগুলো একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে গঠনমূলক সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শাহিদ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে বলেন, "আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু আমি মনে করি না আমরা অসহায়" (UNGA, 2021)। তার মতে, ভারত মহাসাগরের শান্তি ও নিরাপত্তা অনেকটাই এসব দ্বীপরাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল।

সম্প্রতি ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চীনের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বেইজিংয়ের Belt and Road Initiative (BRI) এবং বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে চীন এই অঞ্চলে তার কৌশলগত প্রভাব বিস্তার করছে । এর ফলে ভারত-চীন প্রতিযোগিতা আরও তীব্রতর হয়েছে এবং ঐতিহ্যবাহী শক্তিগুলোর (যেমন: যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া) সঙ্গে নতুন কৌশলগত সমীকরণ তৈরি হয়েছে।

২০১৯ সাল থেকে ঐতিহ্যবাহী শক্তিগুলো ভারত মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর কৌশলগত গুরুত্ব আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে শুরু করেছে (Baruah, 2019)। বিশেষ করে 'ভ্যানিলা দ্বীপপুঞ্জ' ও অন্যান্য কম আলোচিত অঞ্চলসমূহকেও তারা এখন কৌশলগত মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করছে। দ্বীপরাষ্ট্রগুলো এখন নিজস্ব অগ্রাধিকার ও জাতীয় স্বার্থ সামনে এনে বৈশ্বিক মঞ্চে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। ভারত মহাসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ ভূরাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে উঠছে। যদিও তারা অনেক ধরনের ঝুঁকি বহন করে, তবু তাদের কৌশলগত অবস্থান, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব এবং বহুপাক্ষিক সংস্থার সহযোগিতার মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী ভূরাজনৈতিক ভূমিকা রাখতে পারে।

দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের ভূ-অবস্থানগত গুরুত্ব:

ভারত মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহ, যেমন শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, মরিশাস, সিশেলস, মাদাগাস্কার ও কোমোরোস, আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক চোকপয়েন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ নৌ-রুটের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায়, ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক কৌশলগত তাৎপর্য বহন করে। বারুয়া (2019) যুক্তি দেন যে, ২০১৯ সালের ঘটনাবলি ইঙ্গিত করে যে ঐতিহ্যবাহী শক্তিগুলো—যেমন ভারত, ফ্রান্স, ও যুক্তরাষ্ট্র—এই দ্বীপগুলোর কৌশলগত গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়ে উঠেছে এবং সমানতালে আগ্রহ দেখাচ্ছে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত ভূখণ্ড ও তথাকথিত 'ভ্যানিলা দ্বীপপুঞ্জ'-এর প্রতিও (Baruah, 2019).

দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের 'পরিচয় পুনর্নির্মাণ' এবং বহুমাত্রিক কৌশল

২০১৯ সালে ছয়টি দ্বীপ রাষ্ট্রের মধ্যে পাঁচটিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (বারুয়া, 2019)। নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ তাদের ভূগোল ও দ্বীপ পরিচয়কে নীতিনির্ধারণে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেন। এই দেশগুলো তাদেরকে কেবল দক্ষিণ এশীয় কিংবা আফ্রিকান রাষ্ট্র হিসেবে না দেখে ভারত মহাসাগরীয় সামুদ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করছে। এর ফলে, তারা আঞ্চলিক সীমারেখা অতিক্রম করে বৈশ্বিক শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গঠনের নতুন সুযোগ পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীলঙ্কা যখন নিজেকে দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরে, তখন সেটি ভারতের বলয়ে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন সেটি একটি ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তার কৌশলগত ব্যাপ্তি বহুগুণে বাড়ে (Baruah, 2019; Brewster, 2020).

এই পুনঃপরিচয়ের পাশাপাশি, দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো ঐতিহ্যবাহী শক্তিগুলোর বাইরেও অংশীদারিত্ব গড়ার প্রবণতা দেখাচ্ছে। চীনের পাশাপাশি সৌদি আরব ও রাশিয়ার মতো নতুন শক্তিগুলো এই অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তারে সক্রিয়। উদাহরণস্বরূপ, কোমোরোস সৌদি আরব থেকে কৃষি, পর্যটন ও জ্বালানি খাতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে, এবং মরিশাসে সৌদি পর্যটকদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে (Baruah, 2019).

সমুদ্রভিত্তিক উদ্বেগ ও অংশীদারিত্বের প্রয়োজনীয়তা

যেকোনো কার্যকর অংশীদারিত্ব কেবল ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমিত থাকলে চলবে না; দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর বাস্তব চাহিদা ও উদ্বেগ—যেমন অবৈধ মৎস্য আহরণ, মাদক চোরাচালান, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ইত্যাদি—প্রতিপালন করতে হবে (UNCLOS, 1982)। এই রাষ্ট্রগুলো তাদের EEZ (Exclusive Economic Zone) বিস্তৃত করে সমুদ্রসম্পদ আহরণ এবং নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নে সক্রিয় হচ্ছে। UNCLOS অনুযায়ী, এই EEZ সাধারণত উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সেখানে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সার্বভৌম অধিকার ও বিচারিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে (UN, 1982).

ঐতিহ্যবাহী শক্তিগুলোর ভূমিকা

ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের মতো শক্তিগুলোর জন্য এই দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যখন এগুলো আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার

মধ্যে সমুদ্রপথে সংযোগ স্থাপন করে (Brewster, 2020)। লা রিইউনিয়ন (ফ্রান্স), কোকোস কিলিং দ্বীপপুঞ্জ (অস্ট্রেলিয়া), এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (ভারত) এই বৃহত্তর কৌশলগত নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশেষভাবে, ভারত ও ফ্রান্স লা রিইউনিয়ন দ্বীপে যৌথ নজরদারি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যেখানে ভারতের পি-৮আই বিমান মোতায়েনের সম্ভাবনাও রয়েছে (Rajagopalan, 2021).

অতএব, দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের কৌশলগত বাস্তবতার নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সমুদ্রতীরবর্তী সীমানা নির্ধারণ, সমুদ্রসম্পদ আহরণ, প্রতিরক্ষা, এবং ভূ-প্রভাবের নতুন রূপরেখা নির্ধারণে দ্বীপসমূহের গুরুত্ব আগামী দিনগুলোতে আরও বেড়ে চলবে। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর উচিত এই দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম অগ্রাধিকার ও উদ্বেগকে গুরুত্ব দিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাভিত্তিক কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তোলা।

ভারতের মহাসাগরীয় অঞ্চলে শ্রীলঙ্কার ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব

ভারত মহাসাগরের হৃদপিণ্ডে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা একটি ছোট দ্বীপরাষ্ট্র হলেও এর ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব অসামান্য। পূর্ব এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপগামী প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে অবস্থানের কারণে শ্রীলঙ্কা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত। এটি ভারতের দক্ষিণ উপকূলের একেবারে নিকটবর্তী হওয়ায় উপমহাদেশের ভূরাজনৈতিক ভারসাম্যে শ্রীলঙ্কার প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত ভারত-চীনের কৌশলগত প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে। যদিও মালদ্বীপ, মরিশাস, সিশেলস , অন্যান্য ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর মতো একেবারে একই শ্রেণিভুক্ত নয়, তবুও ভারতের মতো বিশাল প্রতিবেশীর তুলনায় আকারে ছোট হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষমতার কাঠামো ও বৈদেশিক আচরণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একে একটি ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় (Attanayake, 2021)।

গত এক দশকে শ্রীলঙ্কা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার এই দ্বীপদেশটি শুধু তার ভৌগোলিক অবস্থান নয়, বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রুট, বন্দর সুবিধা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে বিশ্ব পরাশক্তিগুলোর কৌশলগত আগ্রহের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে (Kaplan, 2010)। ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান শ্রীলঙ্কার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে ব্যবহার করে বন্দর নির্মাণ, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী (Mohan, 2013; Brewster, 2014)।

শ্রীলঙ্কার উপকূলবর্তী ভৌগোলিক অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতা এবং সংঘাতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই দ্বীপ রাষ্ট্রটি এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্তে, বিশ্বের ব্যস্ততম সামুদ্রিক রুট এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল পরিবহন চোক পয়েন্টে অবস্থিত। পরিবহণের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তেল ও অর্ধেকের বেশি কনটেইনার পণ্য শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূল অতিক্রম করে, যা এই অঞ্চলটিকে সমুদ্র যোগাযোগপথ (Sea Lanes of Communication - SLOCs)-এর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে (Wijesinha, 2016)।

শ্রীলঙ্কার রয়েছে একাধিক বন্দর, যেগুলো যথাযথভাবে উন্নয়ন করলে সেগুলো ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যিক ও কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হতে পারে। এর ভৌগোলিক অবস্থান ও আঞ্চলিক বাজারে প্রবেশাধিকার শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে সহায়ক, এবং অঞ্চলটি যেখানে বড় শক্তির ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র, সেখানে দেশটির অবস্থান তাকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূরাজনীতি ও নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে (Debasish & Alik, 2023)।

এই ভূ-অবস্থান ভারতের নিরাপত্তা এবং বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতীয় জ্বালানি আমদানির একটি বড় অংশ ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়, যা ভারতের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ (Pant, 2016। শ্রীলঙ্কার একাধিক কৌশলগত বন্দর রয়েছে, যেগুলো বিশ্বের ব্যস্ততম শিপিং করিডোরে অবস্থিত। লয়েডস লিস্ট অনুযায়ী, কলম্বো বন্দর বিশ্বে ২৫তম ব্যস্ততম কনটেইনার বন্দর (Fernando, 2022,। ত্রিনকমালির প্রাকৃতিক গভীর-জলের বন্দর বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম প্রাকৃতিক বন্দর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ত্রিনকমালি ছিল ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির ইস্টার্ন ফ্লিটের প্রধান ঘাঁটি ।এই বন্দরটি সশস্ত্র ও অসশস্ত্র উভয় ধরনের জাহাজ চলাচলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট রুট হিসেবে বিবেচিত হয়।

এছাড়াও, চীনের অর্থায়নে নির্মিত দক্ষিণ শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরটি একাধিক বিতর্ক সত্ত্বেও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মেরিটাইম সিল্ক রোডের অংশ হিসেবে কৌশলগত গুরুত্ব ধারণ করে, পাশাপাশি কলম্বো ও ত্রিনকমালির মতো বন্দরগুলোর সাথে মিলিতভাবে। শ্রীলঙ্কার এই বন্দরসমূহ পূর্ব ও পশ্চিম ভারত মহাসাগরের প্রধান SLOC-এর তুলনায় অনেক কাছাকাছি, যা একে আঞ্চলিক বন্দরগুলোর তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করে। এর অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান শ্রীলঙ্কাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ও বৃহৎ জাহাজ পরিচালনায় দক্ষ একটি টার্মিনাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে (Debasish & Alik, 2023)।

শ্রীলঙ্কার ওপর চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) এবং ভারতের "সাগর" (Security and Growth for All in the Region) নীতির আওতায় প্রভাব প্রতিযোগিতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে (Baruah, 2020; Brewster, 2019)। চীন শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ ও ৯৯ বছরের লিজ নেওয়ার মাধ্যমে একধরনের কৌশলগত প্রভাব বিস্তার করছে, যাকে অনেক বিশ্লেষক "ঋণ-ফাঁদ কূটনীতি" (debt-trap diplomacy) হিসেবে অভিহিত করেছেন ।অন্যদিকে, ভারত শ্রীলঙ্কার সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, বাণিজ্য এবং উন্নয়ন অংশীদারিত্ব জোরদার করে তার ঐতিহ্যগত প্রভাব বজায় রাখতে চায় (Chaudhury, 2021)।

ত্রিনকোমালি বন্দর, যা ১৯৯০-এর দশকে মার্কিন নৌবাহিনীর স্বল্পকালীন ব্যবহারের জন্য আলোচনায় আসে, দক্ষিণ এশিয়ায় একটি সম্ভাব্য কৌশলগত সামুদ্রিক ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত । ভারতও দীর্ঘদিন ধরেই এই বন্দরটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আসছে, কারণ এটি পূর্ব-পশ্চিম নৌপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং কৌশলগত নজরদারির জন্য উপযোগী । প্রতিবছর ৬০,০০০ এর বেশি জাহাজ এই পথ দিয়ে চলাচল করে, যার মাধ্যমে বিশ্ব তেলের দুই-তৃতীয়াংশ এবং কনটেইনার বাণিজ্যের প্রায় ৫০ শতাংশ সম্পাদিত হয় (UNCTAD, 2021)। এহেন পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কা একটি "স্ট্র্যাটেজিক লিঙ্ক" (strategic link) হিসেবে গড়ে উঠেছে।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে পরাশক্তিগুলোর প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকায় শ্রীলঙ্কার কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমগ্র অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য প্রভাবশালী হয়ে উঠছে (Baruah, 2022)। শ্রীলঙ্কা যদি ভারসাম্য বজায় রেখে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারে, তবে এটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি কার্যকর "নোডাল পয়েন্ট" হয়ে উঠতে পারে।

অতএব, ভারতের উচিত শ্রীলঙ্কার সঙ্গে কৌশলগত ঐক্য আরও মজবুত করা, যাতে চীনের একতরফা প্রভাব মোকাবিলা করা যায় এবং ভারত মহাসাগরকে একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল হিসেবে রক্ষা করা যায়। ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী প্রশাসনও শ্রীলঙ্কার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল এবং স্বাধীনতার পূর্বে থেকেই শ্রীলঙ্কাকে দক্ষিণ এশিয়ার নৌ-কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করত (Chauhan, 2020,। আজকের প্রেক্ষাপটেও "কৌশলগত ঐক্য" ভারতের নিরাপত্তানীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে

বিবেচিত হচ্ছে। শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ এশিয়ার একটি দ্বীপরাষ্ট্র, যার অবস্থান ভারত মহাসাগরের কেন্দ্রে। এই ভৌগোলিক অবস্থান শ্রীলঙ্কাকে কেবল দক্ষিণ এশিয়ার নয়, পুরো ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে (Kaplan, 2009)। দ্বীপরাষ্ট্র হিসেবে শ্রীলঙ্কার কোনও স্থলসীমান্ত নেই, ফলে তার সকল যোগাযোগ সমুদ্র ও আকাশপথে। এই বাস্তবতা দেশটির ভূরাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

শ্রীলঙ্কা ভারতের নিকটবর্তী হওয়ায়, নয়াদিল্লির কৌশলগত স্বার্থে দ্বীপরাষ্ট্রটির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।শ্রীলঙ্কা একই সঙ্গে চীন ও ভারতের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। এই দ্বৈত সম্পর্ক অনেক সময় সমন্বয় এবং সংঘাত দুইয়েরই জন্ম দেয়। তদুপরি, শ্রীলঙ্কা ভারত মহাসাগরের এমন একটি কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থিত, যেখানে থেকে এশিয়া, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে নৌ-সংযোগ সহজে রক্ষা করা যায়। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক রুট যেমন মালাক্কা প্রণালী, হরমুজ প্রণালী, ও বাব আল-মান্দেব প্রণালী থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল শ্রীলঙ্কার উপকূলীয় অঞ্চলের খুব কাছ দিয়ে হয় (Brewster, 2014)। শ্রীলঙ্কার ১২০৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা ও তার বিভিন্ন বন্দরসমূহ যেমন কলম্বো, ত্রিনকোমালি, হাম্বানটোটা এবং গলে, দেশটির ভূকৌশলগত শক্তির প্রধান ভিত্তি (Sri Lanka Ports Authority, 2023)। এই বন্দরগুলো কেবল বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সামরিক কৌশলগত দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে ভারত, চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মতো দেশসমূহ শ্রীলঙ্কার অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে। মহিন্দা রাজাপক্ষে সরকারের 'মহিন্দা চিন্তনা' নীতির আওতায় বন্দর, রেল, বিমানবন্দর, এবং শিল্প এলাকা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশটিকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে (Government of Sri Lanka, 2010)। এই উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা তার ভূকৌশলগত অবস্থানকে একটি অর্থনৈতিক সুযোগে পরিণত করতে চায়। বিশ্বের প্রায় ৬০% অপরিশোধিত তেল এবং ৪০% বাণিজ্যিক পণ্য ভারত মহাসাগর পেরিয়ে যায়, যার একটি বৃহৎ অংশ শ্রীলঙ্কার নিকটবর্তী জলপথ ব্যবহার করে (Pant, 2021)। এই একটি তথ্যই শ্রীলঙ্কার গুরুত্ব স্পষ্ট করে। দেশটির ভূ-অবস্থান এমন যে তা ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্র আগের শতাব্দীর তুলনায় অনেক দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে, এবং এর কেন্দ্রবিন্দু এখন ভারত মহাসাগরে স্থানান্তরিত হয়েছে। শক্তিগুলোর কৌশলগত কার্যকলাপকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (IOR) 'মহাশক্তির রাজনীতির প্রত্যাবর্তন' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর ফলে নতুন ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো উপকূলবর্তী দেশগুলোর ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে—শ্রীলঙ্কাও এর ব্যতিক্রম নয়।

২০০৯ সালে গৃহযুদ্ধের অবসানের পর, শ্রীলঙ্কা তার কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে সামুদ্রিক পরিবেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বহু দশক ধরে অবহেলিত এই ভারত মহাসাগরীয় পরিচিতি এখন দেশটির কৌশলগত পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি ছোট দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কার পক্ষে তার সামুদ্রিক চরিত্রকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা চ্যালেঞ্জিং। এর ফলে, শ্রীলঙ্কা একদিকে যেমন নতুন নতুন সুযোগের মুখোমুখি হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি নানাবিধ সমস্যারও সম্মুখীন হচ্ছে। দেশটি এখন একটি আঞ্চলিক শক্তির দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। শ্রীলঙ্কার নীতিনির্ধারকদের উচিত এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সম্ভাবনাগুলো সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগানোর কৌশল তৈরি করা। তবে শক্তির দ্বন্দ্ব এবং ভূ-রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তনের কারণে, টিকে থাকতে হলে শ্রীলঙ্কাকে সচেতন

থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে তার নীতিগুলো নিয়মিত পরিবর্তন করতে হবে। ভারত মহাসাগরের কৌশলগত অবস্থানের কারণে ২১শ শতকে শ্রীলঙ্কা বৈশ্বিক পরাশক্তিদের ভূ-রাজনৈতিক আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এশিয়ার দুই উদীয়মান শক্তি—ভারত ও চীন—শ্রীলঙ্কায় তাদের উচ্চ ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ভারত ও চীন ২১শ শতকে বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পাল্টে দিচ্ছে। চীনের ২১শ শতকের সামুদ্রিক সিল্ক রোড গঠনের উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করছে চীন, যেখানে শ্রীলঙ্কা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে নিয়েছে।

চীন এই দ্বীপ রাষ্ট্রে মহাসড়ক প্রকল্প, পোর্ট সিটি প্রকল্প, নেলুম কুলুনা ইত্যাদি বিশাল বিনিয়োগ করেছে। তবে শ্রীলঙ্কায় চীনের এই সক্রিয় অংশগ্রহণকে ভারত সন্দেহের চোখে দেখছে, যার পেছনে রয়েছে প্রকট ভূ-রাজনৈতিক কারণ। ভারতের আশঙ্কা, এইসব অর্থনৈতিক উদ্যোগ ভবিষ্যতে শ্রীলঙ্কায় চীনের সামরিক উপস্থিতির পথে নিয়ে যেতে পারে, যা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠবে।

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক প্রধান শক্তি এবং ভবিষ্যতের একটি সুপার পাওয়ার হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ভারত শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক সম্পর্কের উপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখবে। যদি শ্রীলঙ্কা ভারতের স্বার্থ উপেক্ষা করে চীনা প্রভাবমণ্ডলের দিকে এগিয়ে যায়, তাহলে ১৯৮০'র দশকে ভারতের কাছ থেকে যে ধরনের চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতা আবারও ফিরে আসতে পারে। ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তামিল জাতিগত ইস্যুগুলোকে সামনে এনে শ্রীলঙ্কার ওপর চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ভারতের সবসময়ই থাকবে। এই প্রেক্ষাপটে শ্রীলঙ্কা একটি জটিল ভূ-রাজনৈতিক দোটানার মুখোমুখি হয়েছে, যেখানে তাকে ভারত ও চীনের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এই ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা ২১শ শতকে শ্রীলঙ্কার জন্য একদিকে যেমন অনেক চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে, অন্যদিকে তেমনি সম্ভাবনার দরজাও খুলে দেবে। শ্রীলঙ্কাকে এমন একটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে তারা আঞ্চলিক শক্তি ভারতকে বিরূপ না করে এবং একইসঙ্গে ভারত ও চীনের উভয় দিক থেকেই উন্নয়নের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

ভারতের মহাসাগরীয় অঞ্চলে মালদ্বীপের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

'মালদ্বীপ' নামটির উৎস সংস্কৃত শব্দ *মালাদ্বীপ* থেকে, যার অর্থ "দ্বীপমালার মালা"। তামিলে এটি *মালাই থীভু* নামে অনুবাদযোগ্য। মালদ্বীপের প্রথম বসতি স্থাপনকারী ছিলেন দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত মানুষ। আজও মালদ্বীপীয় সমাজে এই দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির শক্তিশালী ছাপ বর্তমান, এবং ভাষার ভেতরে তামিল-মালায়ালমের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। মালদ্বীপ বিশ্বের অন্যতম ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র, এবং দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ—ভূখণ্ড ও জনসংখ্যা উভয় দিক থেকেই। এর জনসংখ্যা আনুমানিক ৪,২৮,০০০। তবে মালদ্বীপের আসল গুরুত্ব নিহিত রয়েছে এর ভৌগোলিক অবস্থানে—ভারত মহাসাগরের আরব সাগর অংশে, যা বর্তমানে ভূ-রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক অঞ্চল। মালদ্বীপ প্রজাতন্ত্র ভারত মহাসাগরের মধ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে বিস্তৃত। এই দেশের ভেতর দিয়ে গমনপথ খুলে যায় মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে, ফলে এটি একটি অত্যন্ত কৌশলগত অবস্থানে রয়েছে। মালদ্বীপ আন্তর্জাতিক শিপিং রুটের ঠিক বাইরেই অবস্থিত এবং এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আর্থিক কেন্দ্রের নিকটে হওয়ায়, এখান দিয়ে "রিয়েল প্রিন্সিপল অব ভ্যালু" (RPV)—সাদা, কালো এবং ধূসর মূল্যের সম্পদ প্রবাহিত হয়। মালদ্বীপ ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ওপেন স্কাই' অঞ্চলও বটে। সংক্ষেপে বললে, মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরে একটি সম্ভাবনাময় কৌশলগত কেন্দ্র। আকারে ক্ষুদ্র হলেও মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি অত্যন্ত কৌশলগত দ্বীপরাষ্ট্র। ভারত

মহাসাগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই দেশটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক শক্তির নজরকাড়া বিন্দু হয়ে উঠেছে। জলবায়ু সংকট থেকে শুরু করে সামরিক প্রতিযোগিতা, ভূ-কৌশল থেকে শুরু করে সাগরসম্পদ ব্যবস্থাপনা—সকল ক্ষেত্রেই মালদ্বীপ এক অনিবার্য খেলোয়াড় (Robinson, 2015,)। এই অধ্যায়ে মালদ্বীপের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে চারটি প্রেক্ষিতে: ১. ভৌগোলিক অবস্থান ও এর কৌশলগত তাৎপর্য ২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যরুটে মালদ্বীপের স্থান ৩. নীল অর্থনীতির সম্ভাবনা ৪. সামরিক ঘাঁটি, কৌশলগত ভারসাম্য ও বহির্বিশ্বের প্রভাব ।

মালদ্বীপের ভূ-অবস্থান ও সামুদ্রিক গুরুত্ব

মালদ্বীপ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায়, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের দক্ষিণে, ৮০০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ একটি প্রবাল দ্বীপমালা। এটির ১,১৯০টি দ্বীপ রয়েছে, যার মাত্র ২০০টিরও কম জনবসতিপূর্ণ। মালদ্বীপের কৌশলগত শক্তির মূল উৎস এর ভৌগোলিক অবস্থান। এটি মালাক্কা প্রণালী ও হরমুজ প্রণালীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, যেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ব্যারেল তেল ও পণ্য পরিবাহিত হয়। এটি পৃথিবীর অন্যতম ব্যস্ত সামুদ্রিক রুটের একেবারে উপরেই অবস্থিত, যেখানে বিশ্বের প্রায় ৩৫% সামুদ্রিক বাণিজ্য সংঘটিত হয় (Brewster, 2014)।

ভারত মহাসাগরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মালদ্বীপ কেবল একটি পর্যটনগন্তব্য নয়, বরং একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল যেখানে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথসমূহ অবস্থিত। স্ট্রেইট অব হরমুজ থেকে মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চল দিয়ে বিশ্বের প্রায় ৪০% জ্বালানির সরবরাহ সম্পন্ন হয়। বিশ্বের মোট সমুদ্রপথে বাণিজ্যের ৮০% পরিমাণ এবং ৭০% মূল্য এই অঞ্চল দিয়ে পরিবাহিত হয়। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত এই পথের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

মালদ্বীপ ও ভারতের মিনিকয় দ্বীপের মাঝখানে অবস্থিত অষ্টম অক্ষাংশ চ্যানেল একটি গুরুত্বপূর্ণ সী-লেন অফ কমিউনিকেশন (SLOC), যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি পরিবহনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কৌশলগত। এই চ্যানেলের ওপর প্রভাব বিস্তার কোনো রাষ্ট্রের জন্য সমুদ্রপথ সুরক্ষা ও নৌ-ক্ষমতা প্রসারের মাধ্যম হতে পারে। জলদস্যুতা, বেআইনি মৎস্য শিকার ও সন্ত্রাস দমনের জন্য এই অঞ্চলে শক্তিশালী সামুদ্রিক নিরাপত্তা অপরিহার্য।

ভারত মহাসাগর বিশ্ববাণিজ্যের এক অভ্যন্তরীণ সমুদ্র হয়ে উঠেছে। মালদ্বীপ তার ঠিক কেন্দ্রে বসে এই বাণিজ্যিক প্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণ রাখতে সক্ষম। মালদ্বীপ থেকে মাত্র ১০০-১৫০ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে মূল আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল রুট। এর ফলে এটি ভবিষ্যতের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট হাব, লজিস্টিক সাপোর্ট পয়েন্ট, এবং রিফুয়েলিং স্টেশন হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। চীন ২০১৪ সালে মালদ্বীপকে BRI (Belt and Road Initiative)-এর আওতায় যুক্ত করার পর থেকে বন্দর, ব্রিজ ও বিমানবন্দর প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ ঋণ সহায়তা দেয় (Rajagopalan, 2023)।

বিশ্বব্যাপী "Blue Economy" ধারণার প্রেক্ষিতে মালদ্বীপ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় দ্বীপরাষ্ট্র। দেশের মোট আয়ের বড় অংশ আসে মৎস্য, পর্যটন ও সামুদ্রিক সম্পদ থেকে। টেকসই পোল-অ্যান্ড-লাইন পদ্ধতিতে টুনা মাছ ধরা মালদ্বীপের পরিচিতি বাড়িয়েছে। পর্যটন খাতে প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ পর্যটক আসে (Ministry of Tourism, 2023)। তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে পর্যটনশিল্প হুমকির মুখে পড়তে পারে। পাশাপাশি, সমুদ্রজৈব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়ন নীল অর্থনীতিকে টেকসই রূপ দিতে পারে (IORA, 2020)।

মালদ্বীপের স্থলভাগ আকারে সীমিত হলেও এর একচেটিয়া অর্থনৈতিক এলাকা (Exclusive Economic Zone – EEZ) বিশাল; আনুমানিক ৮৫৯,০০০ বর্গকিলোমিটার জলসীমা এর আওতাভুক্ত। এই সামুদ্রিক অঞ্চল মৎস্য সম্পদ, সমুদ্রতলভিত্তিক খনিজ এবং সম্ভাব্য জ্বালানি সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার ধারণ করে। ফলে মালদ্বীপ কেবলমাত্র একটি ভূ-অবস্থানগত সুবিধাপ্রাপ্ত

রাষ্ট্র নয়, বরং একটি সামুদ্রিক অর্থনৈতিক শক্তিও। এই অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও নজরদারির জন্য মালদ্বীপ ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশসমূহের প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণ করছে। মালদ্বীপ সরকার ২০১৯ সালে একটি "ব্লু ইকোনমি রোডম্যাপ" তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে দেশের সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার এবং সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—

- টেকসই মৎস্য চাষ ও রপ্তানি
- সামুদ্রিক পরিবেশ সুরক্ষা
- জাহাজ চলাচল নীতি
- সামুদ্রিক পর্যটন উন্নয়ন
- ব্লু-টেক (Blue-tech) ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার

মালদ্বীপ ভারত, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় ব্লু ইকোনমি নিয়ে একাধিক গবেষণা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে (UNESCAP, 2021)।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিশ্বশক্তিগুলোর মধ্যে প্রভাব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় ক্রমবর্ধমানভাবে পরিণত হয়েছে। চীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI) এই অঞ্চলে তার সম্পৃক্ততাকে ত্বরান্বিত করেছে, যার অংশ হিসেবে মালদ্বীপে উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোগত বিনিয়োগ করা হয়েছে। মালদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী মিত্র ভারত এই উন্নয়নগুলোকে সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে এবং দ্বীপপুঞ্জে তার প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহও এই অঞ্চলে তাদের প্রভাব বজায় রাখতে আগ্রহী, যাতে অঞ্চলটি উন্মুক্ত ও বাইরের অতিরিক্ত প্রভাবমুক্ত থাকে। মালদ্বীপ, এই জটিল ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অংশ হিসেবে, কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা ও কৌশলগত চালচিত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ভারত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তারের ভূ-কৌশলগত হিসাব-নিকাশ এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণের অংশ হিসেবেও মালদ্বীপের প্রতি বিশ্বশক্তিগুলোর আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। মালদ্বীপের সঙ্গে স্থিতিশীল ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিশ্বশক্তিগুলোর জন্য বিভিন্ন কৌশলগত সুবিধা প্রদান করতে পারে—যেমন অগ্রবর্তী সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের সুযোগ, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, এবং আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার।

মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সংগঠন 'ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন' (IORA) ও দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা 'সার্ক' (SAARC)-এর সদস্য হওয়ায়, বিশ্বশক্তিগুলো এই আঞ্চলিক ও আন্তঃআঞ্চলিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কৌশল অনুসরণ করছে, যার ফলে তারা দক্ষিণ এশিয়া এবং বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে তাদের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করতে পারছে।

মালদ্বীপের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন সরাসরি পররাষ্ট্রনীতিতে প্রতিফলিত হয়। রাষ্ট্রপতি ইয়ামিনের সময় চীনের প্রভাব ছিল প্রবল; রাষ্ট্রপতি সোলিহ ভারতের ঘনিষ্ঠ ছিলেন; আর বর্তমান রাষ্ট্রপতি মুইজ্জু "ইন্ডিয়া আউট" আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের সামরিক উপস্থিতির বিরোধিতা করে চীনের দিকে ঝুঁকেছেন (Rajagopalan, 2023)। এই পরিবর্তনশীল পররাষ্ট্রনীতি মালদ্বীপকে এক "swing state"-এ রূপান্তর করেছে।

মালদ্বীপের কৌশলগত অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাবনা ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব একে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বশক্তিগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের সেতুবন্ধন, সম্পদে ভরপুর উপকূলীয় এলাকা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি—এই সমস্ত বিষয় বিশ্বশক্তিগুলোর মালদ্বীপে আগ্রহ বৃদ্ধির কারণ। তারা এই দ্বীপপুঞ্জে তাদের অর্থনৈতিক

অবস্থান সম্প্রসারণ, সফট পাওয়ার কৌশল কার্যকরকরণ এবং কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছে।

যদিও মালদ্বীপ এখন তীব্র ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু, তবুও এটি বিশ্বশক্তিগুলোর জন্য গঠনমূলক সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগও তৈরি করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, পরিবেশগত সংকট মোকাবিলা এবং মালদ্বীপের সার্বভৌমত্ব রক্ষা—এই চারটি ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেই একটি টেকসই ও শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি করা সম্ভব হবে, মালদ্বীপ এবং বৃহত্তর ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য।

ভারতের মহাসাগরীয় অঞ্চলে সেশেলসের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

ভারত মহাসাগরের পশ্চিম অংশে অবস্থিত সেশেলস একটি দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে ১১৫টি ছোট-বড় দ্বীপ রয়েছে। এই ছোট দেশটি তার ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং সামরিক গুরুত্বের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আফ্রিকা এবং ইউরোপ পর্যন্ত ব্যাপক সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেশেলসের নিকট দিয়ে গমন করে। তাই এই গবেষণায় সেশেলসের ভূ -রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার অবস্থান সুবিধা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক রুট, সামরিক উপস্থিতি এবং ব্লু ইকোনমি—সাগরভিত্তিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও আঞ্চলিক গুরুত্ব

সেশেলস মোজাম্বিক চ্যানেলের (Mozambique Channel), নিকটে অবস্থিত, যা আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ও মাদাগাস্কারের (Madagascar) মধ্যবর্তী একটি সংকীর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক চলাচলের প্রায় ৩০% এর বেশি পণ্য, বিশেষ করে কাঁচা তেল, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস ও কনটেইনার মালামাল এই চ্যানেলের মাধ্যমে গমনাগমন করে (Benoit, 2024)। এই অবস্থানের কারণে সেশেলসকে সমুদ্রপথে চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে দেখা হয়। বিশেষ করে ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বচ্ছলতা রক্ষায় সেশেলস একটি 'সেন্টিনেল' বা প্রহরী রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করছে ((KUMAR, 2019,)। বর্তমানে ভারত, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভারত মহাসাগরের কৌশলগত প্রতিযোগিতা এই অঞ্চলের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে (Das, 2019)।

সেশেলস পূর্ব আফ্রিকার উন্নয়নশীল অর্থনীতির সাথে সংযুক্ত এবং সমুদ্রপথে ইস্তেহারিত প্রধান বন্দরগুলো যেমন মোম্বাসা ও দার এস সালাম এর কাছাকাছি অবস্থান হওয়ায় এটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে (African Union, 2022)। শান্তি, নিরাপত্তা ও সমুদ্রপথের নিরাপত্তা রক্ষায় সেশেলসের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ব্যবসায়িক রুট ও সামুদ্রিক বাণিজ্য

ভারত মহাসাগর বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ততম ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ ধারণ করে, যেখানে প্রায় ৮০% সামগ্রিক বাণিজ্য সামুদ্রিক পথে পরিবহন করা হয় (UNCTAD, 2023)। মোজাম্বিক চ্যানেল ভারত মহাসাগরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথ, যা পারস্য উপসাগর, সুয়েজ নালী ও পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের জন্য অপরিহার্য।

সেশেলস তার এই ব্যবসায়িক রুটের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সম্প্রতি বন্দর অবকাঠামো ও সামুদ্রিক সেবার উন্নয়নে জোর দিয়েছে (World Bank, 2020)। রাজধানী ভিক্টোরিয়ার বন্দর আধুনিকীকরণের ফলে এখানে কন্টেইনার ব্যবস্থাপনা ও জাহাজের জ্বালানি সরবরাহ সুবিধা বেড়েছে, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ এবং ক্রুজ শিপ আকর্ষণ করছে ।

সেশেলস সামুদ্রিক ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রেও শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছে, যেখানে জাহাজ নিবন্ধন, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক সেবা সমূহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। দেশের ব্যবসায়িক ও আইনগত নীতিমালা আন্তর্জাতিক মান অনুসারে সাজানো হওয়ায় এটি একটি আকর্ষণীয় সমুদ্রবাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক সেশেলসের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে এবং বন্দর কার্যক্রম, শিপিং এজেন্সি ও আনুষঙ্গিক সেবায় কর্মসংস্থান তৈরি করে।

সামরিক ঘাঁটি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি

ভারত মহাসাগরের কৌশলগত গুরুত্বের কারণে গ্লোবাল পাওয়ারগুলো এখানে তাদের সামুদ্রিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য আগ্রহী। সেশেলসের ছোটত্ব সত্ত্বেও এটি নিরাপত্তা ও সামরিক সহযোগিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যেখানে ভারত, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ তাদের নৌবাহিনীর উপস্থিতি বা সহযোগিতা বজায় রাখে (Brewster, 2019)। বিশেষ করে ভারত সেশেলসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সামরিক ও কৌশলগত সম্পর্ক তৈরি করেছে, যা যৌথ নৌ মহড়া, গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি এবং অ্যাসাম্পশন দ্বীপে সামরিক ঘাঁটির উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে (Pant, 2022)। ভারতের এই পদক্ষেপ ভারত মহাসাগরে চীনা প্রভাব কমানোর এবং সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি অংশ।

ফ্রান্স দীর্ঘদিন ধরে ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তায় সক্রিয়, যার ফলে সেশেলসের সঙ্গে যৌথ নৌকাভিযান ও অবৈধ কার্যকলাপ মোকাবেলা চালায় (Ladwig, 2018)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সামুদ্রিক নজরদারি ও প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সেশেলসের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।

সেশেলস নিজস্ব কোস্ট গার্ড ও সামুদ্রিক পুলিশ বাহিনী পরিচালনা করে, যা প্রায় ১৩ লাখ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত দেশের অর্থনৈতিক সীমান্ত নিরাপদ রাখতে কাজ করে (Seychelles Ministry of Defence, 2023)। অবৈধ মৎস্য আহরণ, পাচার ও জলদস্যুতার বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হয়। ভারত মহাসাগরীয় ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, বিশেষ করে ভারত-চীন কৌশলগত টানাপোড়েনের মধ্যে সেশেলস একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে নিরাপত্তা সহযোগিতা ও কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Francis & Taylor, 2022)।

ব্লু ইকোনমি: সমুদ্রভিত্তিক টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সেশেলসের বৃহৎ সামুদ্রিক এলাকা ব্লু ইকোনমির বিকাশের জন্য অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। ব্লু ইকোনমি বলতে বোঝায় সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টেকসই উন্নয়ন যা পরিবেশের প্রতি যত্নশীল এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে (UNDP, 2022)। মাছধরা সেক্টর সেশেলসের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; এটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ১০% অবদান রাখে এবং ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের উৎস (FAO, 2021)। সরকার টেকসই মৎস্য আহরণের জন্য সম্প্রদায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও আঞ্চলিক সমঝোতা চুক্তি বাস্তবায়ন করছে। সমুদ্র পর্যটন সেশেলসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত। এর অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সমুদ্র জীবন বিশেষভাবে পরিবেশবান্ধব পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এই ধরনের ইকো-ট্যুরিজম দেশকে অর্থনৈতিক সুবিধা দেয় পাশাপাশি পরিবেশের ক্ষতি কমায়।

এছাড়া, সেশেলস সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি, জালমাছ উৎপাদন এবং নাবিক শক্তি (তরঙ্গ ও জোয়ার শক্তি) উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে (UNEP, 2022)। এ ধরনের উদ্যোগ দেশের অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহায়ক। বিশ্বের মধ্যে সেশেলস উদ্ভাবনী আর্থিক যন্ত্র যেমন 'ডেট ফর নেচার' চুক্তি ও 'গ্রিন বন্ড' ইস্যু করে ব্লু ইকোনমি উন্নয়নে আন্তর্জাতিক তহবিল সংগ্রহ করছে (UNDP, 2022)। সেশেলসের ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা থাকলেও এর সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের

উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে দ্বীপগুলো মারাত্মক ঝুঁকির মুখে, যা দীর্ঘমেয়াদে বাসযোগ্যতা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে (Nunn et al., 2023)। পাশাপাশি, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও পরিবেশ রক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা একটি কঠিন কাজ।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে, সেশেলসকে বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির প্রতিযোগিতায় নিজেকে রক্ষা করতে হবে যাতে দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে এবং শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একপক্ষের সঙ্গে অতিরিক্ত সম্পর্ক গড়ে না ওঠে (Francis & Taylor, 2022)। সামরিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় সেশেলস কৌশলগত অংশীদারিত্বের ওপর নির্ভরশীল, যা জটিল কূটনীতি ও কৌশলগত সতর্কতা দাবি করে। আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন (IORA) ও আফ্রিকান ইউনিয়নের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো সেশেলসের জন্য সামুদ্রিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমন্বয় এবং টেকসই সমুদ্রশাসন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ (IORA Secretariat, 2023)।

ভবিষ্যতে সেশেলসের জন্য তার ভৌগোলিক সুবিধা কাজে লাগানো, সামুদ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব জোরদার এবং ব্লু ইকোনমির সম্প্রসারণই এর কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি।

ছোট হলেও সেশেলস তার কৌশলগত অবস্থান, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রুটের সংযোগ, সামরিক গুরুত্ব এবং পরিবেশবান্ধব ব্লু ইকোনমির মাধ্যমে ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করছে। ভারত মহাসাগরের প্রহরী রাষ্ট্র হিসেবে সেশেলসের ভূমিকা, টেকসই অর্থনৈতিক উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এটি আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে অনন্য অবস্থান অর্জন করেছে। তবে পরিবেশগত ঝুঁকি এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবেলায় সাবধান কৌশল গ্রহণ জরুরি।

References

- Attanayake, C. (2021). Power Struggle in the Indian Ocean: Perspective from Sri Lanka. In Maritime Sri Lanka: Historical and Contemporary Perspectives. *World Scientific Publishing Company*. https://doi.org/10.1142/9789811222047_0009
- Awad, R. S., & D Todkar., B. (2021). THE GEO-STRATEGIC POSITION AND IMPORTANCE OF SRI LANKA. *Pal Arch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology,*, *18*(8), 4089-4098. https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/9641
- Baruah, D. M. (2022, February 1). Strengthening Delhi's Strategic Partnerships in the Indian Ocean. *Center fora New American Security*. https://www.cnas.org/publications/reports/strengthening-delhis-strategic-partnerships-in-the-indianocean
- Baruah, D. M. (2022, March 23). What Island Nations Have to Say on Indo-Pacific Geopolitics. *Carnegie endowment for International Peace*. https://carnegieendowment.org/research/2022/03/what-island-nations-have-to-say-on-indo-pacific-geopolitics?lang=en
- Brewster, D. (2015, September 29). India's Ocean The Story of India's Bid for Regional Leadership. *Routledge*, 42.
- Chauhan, K. (2020, September 2). Sri Lanka's Geopolitics in the Indian Ocean. *The Kootneeti*. https://thekootneeti.in/2020/09/02/sri-lankas-geopolitics-in-the-indian-ocean/
- Fernando, N. (2022). Can Sri Lanka capitalise out of its strategic location in the Indian Ocean region? *London School of Economics*. https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2018/08/06/can-sri-lanka-capitalise-out-of-its-strategic-location-in-the-indian-ocean-region/

- Kaplan, R. D. (2010). *Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power* (Vol. 11). Random House Publishing Group.
- khan, S., Ahmad, Z., & Ullah, M. (2023, December 30). China's Geostrategic Interest in the Indian Ocean Region. *Qlantic Journal of Social Sciences and Humanities*, *4*(4), 141-161. https://doi.org/10.55737/qjssh.917005034
- Kumara, J. S. (2021, January 31). The Sea Power of Small States: A Case Study of Sri Lanka. *European Scientific Journal, ESJ*, *17*(2), 151. https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n2p151
- Madanayaka, S. (2017). The Strategic Importance of Sri Lanka in Indian Ocean Region: Reference to String of Pearls Strategy. URI http://ir.kdu.ac.lk/handle/345/1728
- Mahan, A. T. (2013). *The Influence of Sea Power Upon History*. Digireads.com.
- Nandy, D., & Naha, A. (2023, December). "Strategic Significance of Sri Lanka in India's Indian Ocean Approach". Indian Studies Review,. *Journal of Centre for Study of Politics and Governance*, *3*(2), 63-82. https://www.researchgate.net/publication/381818344
- Nations, U. (2023, May 23). *Report on the Work of the United Nations Open-Ended Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea at Its Twenty-First Meeting, 14–18 June 2021*. BRILL. https://brill.com/view/journals/ocyo/36/1/article-p877_28.xml
- Panda, A. (2018, February 14). India Gains Access to Oman's Duqm Port, Putting the Indian Ocean Geopolitical Contest in the Spotlight. *The Diplomat – Asia-Pacific Current Affairs Magazine*. https://thediplomat.com/2018/02/india-gains-access-to-omans-duqm-port-putting-the-indian-ocean-geopolitical-contest-in-the-spotlight/
- Pant, H. V. (2016). India in the Indian Ocean: Growing Mismatch between Ambitions and Capabilities. *Pacific Affairs*, *89*(2), 245-264. DOI: 10.5509/2009822279
- Rajagopalan, R. P. (2021, October 8). India Competes for Sri Lanka's Affections China's growing footprint in Sri Lanka has been of concern to India. *The Diplomat – Asia-Pacific Current Affairs Magazine*. https://thediplomat.com/2021/10/india-competes-for-sri-lankas-affections/
- *Review of Maritime Transport 2023 | UN Trade and Development*. (n.d.). UNCTAD. Retrieved May 19, 2025, from https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2023
- Sloan, G. (1999). Sir Halford J. Mackinder: The Heartland theory then and now. *Journal of Strategic Studies*, *22*(2-3), 15-38. https://doi.org/10.1080/01402399908437752
- Sooklal, A. (2023, February 28). The Role of Small Island States in the Geopolitics of the Indian Ocean. https://charlestelfaircentre.com/the-role-of-small-island-states-in-the-geopolitics-of-the-indian-ocean/
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W.W. Norton, Incorporated.
- Thorhallsson, B., & Steinsson, S. (2017, May). Small State Foreign Policy. *Oxford Research Encyclopaedia of Politics*, 1-25. 10.1093/acrefore/9780190228637.013.484

———